ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

ইউনিট ১

একাদশ শ্রেণির ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের প্রথম ক্লাসে শিক্ষক জনাব নামিরা মাশিয়াত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। শিক্ষার্থীরাও তাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান এবং স্ব স্ব পরিচয় সবাই তুলে ধরল। জনাব নামিরা জানতে পারলেন যে, ক্লাসে শুধু ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে এসএসসি পাশ করা শিক্ষার্থীরা নাই, সেখানে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরাও রয়েছে। তিনি সবার জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করলেন যে, ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় জীবিকা ও কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারবে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। তিনি সকলের বিশেষ করে যারা ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে এসেছে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে জানতে চাইলেন। একজন শিক্ষার্থী উত্তর দিল ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে ছিল মানুষের অভাববোধ। অভাব পুরনের লক্ষ্যেই মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেমন- পশু শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জন প্রচেষ্টায় জড়িত হয়। মূলত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও লেনদেন ঘিরেই উদ্ভব হয় ব্যবসায়ের। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন যে, এ ইউনিট থেকে আমরা ব্যবসায় ধারণা, উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, আওতা, প্রকারভেদ, কার্যাবলী, গুরুত্ব ও ক্রয়-বিক্রয় দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : ব্যবসায়ের ধারণা ও আওতা/পরিধি
পাঠ-১.২ : শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-১.৩ : বাণিজ্যের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-১.৪ : প্রত্যক্ষ সেবার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-১.৫ : বাংলাদেশে শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবা সমস্যা ও সম্ভাবনা
পাঠ-১.৬ : ব্যবসায়ের কার্যাবলী, গুরুত্ব এবং বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান
পাঠ-১.৭ : সামাজিক ব্যবসায়ের ধারণা এবং জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসায়

পাঠ-১.১ ব্যবসায়ের ধারণা ও আওতা/পরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের আওতা/পরিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায়, মুনাফা অর্জন, অথনৈতিক, শিল্প, বাণিজ্য

ব্যবসায়ের ধারণা

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ও বণ্টনসহ সকল বৈধ অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে। অর্থনৈতিক কাজ বলতে অর্থ উপার্জন বা আয় রোজগারের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকে বুঝায়। কোন কাজ অর্থনীতি সংশি- ষ্ট হলেই তাকে ব্যবসায় বলা যায় না। ঐ কাজ করার পিছনে অবশ্যই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য যেমনি থাকতে হয় তেমনি তা আইনগত বৈধ হওয়া আবশ্যক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন সংক্রান্ড় কাজ শিল্পের মাধ্যমে ও বণ্টন সংক্রান্ড় কাজ বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্প, বাণিজ্য ও এর সহায়ক সকল কাজই ব্যবসায়।

ব্যবসায়ের আওতা/পরিধি

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক যাবতীয় কাজের সমষ্টিকে ব্যবসায় বলে। এ উৎপাদন সংক্রান্ড় কাজ শিল্পের মাধ্যমে এবং বণ্টন সংক্রান্ড় কাজ বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বা পণ্য বিনিময় মুখ্য কাজ হিসেবে গণ্য হয়। অন্যান্য কাজ পণ্য বিনিময়ে সহায়ক কার্যাবলি হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই ব্যবসায়কে নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

$B= \sum 1+\sum T+\sum AT$

যখন

B= Business/ব্যবসায়

I= Industry/শিল্প

T= Trade/পণ্য বিনিময় (ক্রয়-বিক্রয়)

AT= Auxiliaries to Trade /বিনিময় সহায়ক কার্য।

$\sum$ = Summation/সমষ্টি

ব্যবসায়কে শিল্প এবং বাণিজ্যের সমষ্টি গণ্য করা হলেও সমাজে প্রত্যক্ষ সেবা, ক্রয় বিক্রয় বর্তমানকালে গুর"ত্বপূর্ণ আরেকটি অর্থনৈতিক কার্য হিসেবে বিবেচিত। তাই ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হল।

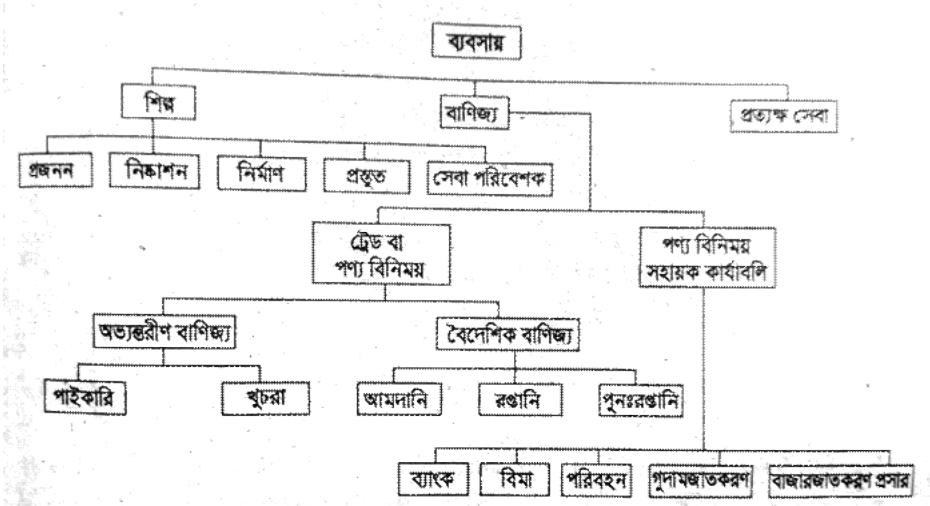

উপরের রেখাচিত্রের বর্ণিত ব্যবসায়ের আওতা বা তার বিষয়বস্তু নিম্নে আলোচিত হলোঃ

১। শিল্পঃ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং একে উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে। শিল্প উৎপাদনের বাহন। উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও কর্মপ্রচেষ্টার ভিন্নতার কারণে শিল্পকে প্রধানত নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়।

- **প্রজনন শিল্পঃ** যে শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমনঃ নার্সারী, হ্যাচারী, হাঁস-মুরগীর খামার প্রভৃতি।
- **নিস্কাশন শিল্পঃ** যে শিল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি বা বায়ু হতে সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ করা হয় তাকে নিস্কাশন শিল্প বলে। খনিজ পদার্থ উত্তোলন, মৎস্য শিকার এ ধরনের শিল্পের উদাহরণ।
- **নির্মাণ শিল্পঃ** যে শিল্পের মাধ্যমে রাস্ড়াঘাট, সেতু, বাঁধ, দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলে।
- **প্রস্তুত শিল্পঃ** শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা অর্ধ প্রস্তুত জিনিসকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টাকে প্রস্তুত শিল্প বলে। বয়ন শিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি।
- **সেবা পরিবেশক শিল্পঃ** যে শিল্প মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এরূপ শিল্পের আওতাভুক্ত।

২। বাণিজ্যঃ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোগকারী বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছানের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য তা দূরীকরণের জন্য গৃহীত যাবতীয় কাজের সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে। বাণিজ্যের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ট্রেড বা পণ্য বিনিময়ঃ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কার্যকে ট্রেড বা পণ্য বিনিময় বলে। এরূপ বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় বণ্টনের ক্ষেত্রে মালিকানা হস্ড়ান্ড়র কার্য সম্পন্ন করে ব্যক্তিগত বাধা দূর করে। পণ্য বিনিময়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

- **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যঃ** একটি দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয় কার্য অনুষ্ঠিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই একই দেশের অধিবাসী হয়। প্রকৃতি অনুযায়ী একে পাইকারী ও খুচরা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
- **বৈদেশিক বাণিজ্যঃ** দুই দেশের মধ্যে বা দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। এরূপ বাণিজ্য তিন ধরনের যথা: আমদানি, রপ্তানী, পুন:রপ্তানী।

খ) পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলীঃ পণ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় কার্য সুষ্ঠভাবে সমাধানের বেলায় আইনগত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, কালগত ও জ্ঞানগত বাধা দেখা দেয়। এসকল বাধা দূরীকরণের জন্য যথাসময়ে ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ প্রসার ইত্যাদি কার্যের সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে।

৩। প্রত্যক্ষ সেবাঃ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী প্রভৃতি পেশাজীবিগণ প্রত্যক্ষভাবে সেবাকর্ম বিক্রয় করেন। এদের কাজকে সাধারণভাবে ব্যবসায়ের আওতাধীন মনে করা হলেও প্রকৃত অর্থে তা পেশা বা বৃত্তি হিসাবে গণ্য হয়। তবে কয়েকজন ডাক্তার মিলে ক্লিনিক ব্যবসায় বা কয়েকজন উকিল মিলে একটি ফার্ম বা প্রকৌশলীরা মিলে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম গঠন করতে পারেন; যা প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সঙ্গত কারণেই ব্যবসায়ের আওতায় আসে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল কাজই এর আওতাধীন। ব্যবসায়ের কার্যকলাপকে বাদ দিয়ে তাই বর্তমানকালে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে চিন্ড়াই করা যায় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাড়ী বা মহাবিদ্যালয়ের আশে পাশে যে সকল ব্যবসায় চালু আছে তার একটি তালিকা তৈরী কর"ন।

সারসংক্ষেপ

- মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য উৎপাদন ও বণ্টনসহ সকল বৈধ অর্থনৈতিক কাজকে ব্যবসায় বলে।
- অর্থনৈতিক কাজ হচ্ছে অর্থ উপার্জন বা আয়-রোজগারের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা।
- শিল্প রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে।
- ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।
- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং একে উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে।
- শিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোগকারী বা ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তা দূরীকরণের জন্য গৃহিত যাবতীয় কাজের সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যবসায়ের প্রাথমিক কাজ কোনটি?
ক) উৎপাদন খ) বণ্টন
গ) গুদামজাতকরণ ঘ) পরিবহন

২। উৎপাদন, বণ্টন ও সহায়ক কার্যাবলীকে কী বলে ?
ক) শিল্প খ) ব্যবসায়
গ) বাণিজ্য ঘ) প্রত্যক্ষ সেবা

৩। ব্যবসায়ের মূখ্য উদ্দেশ্য কোনটি ?
ক) মূলধন খাটানো খ) সামজিক দায়িত্ব
গ) মুনাফা অর্জন ঘ) জনশক্তির ব্যবহার

৪। Business শব্দ দ্বারা নিচের কোনটি বুঝায় ?
ক) ব্যস্ড় থাকা খ) কাজে থাকা
গ) ঝামেলায় থাকা ঘ) উৎপাদনে থাকা

৫। পণ্য বণ্টন স্থানগত বাধা দূর করে কিসের মাধ্যমে?
ক) বিজ্ঞাপন খ) পরিবহন
গ) গুদামজাতকরণ ঘ) পণ্য বিনিময়

৬। নার্সারি ও হ্যাচারি নিচের কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্ভূক্ত ?
ক) প্রস্তুত খ) নির্মাণ
গ) প্রজনন ঘ) সংযোজন

৭। প্রজনন শিল্পের অন্তর্ভূক্ত হলো-
i) মাছের রেনু উৎপাদন ii) হাঁস মুরগীর খামার iii) ফলমূল চাষ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i খ) ii
গ) i ও iii ঘ) ii ও iii

পাঠ-১.২ শিল্পের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিল্পের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিল্পের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	শিল্প, পণ্য বা সেবা

শিল্পের ধারণা

যে প্রক্রিয়া বা কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ এবং বিভিন্ন উপায়ে ও পর্যায়ে আহরিত সম্পদের আকার বা রূপগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য উৎপাদন করা হয় তাকে শিল্প বলে। শিল্প উৎপাদনের বাহন এবং ব্যবসায়ের উৎপাদনকারী শাখা। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন পণ্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদন করাই শিল্পের কাজ। অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন বলতে বিক্রয়যোগ্য উপযোগ সৃষ্টিকে বুঝায়। অর্থনীতিতে ধরে নেয়া হয় যে, মানুষ কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ সংগ্রহ ও এতে উপযোগ বা অভাব পূরণের সক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। তাই প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ সংগ্রহ বা এর ব্যবহার করে বিক্রয়যোগ্য উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শিল্প বলা হয়ে থাকে।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য

পণ্য বা সেবা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সাধারণত শিল্প বলে। কিন্তু বাস্ড়বপক্ষে মানুষ কিছুই উৎপাদন করতে পারে না। কেবল প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। শিল্প কর্ম প্রচেষ্টার যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় তা নিম্নে আলোচিত হলোঃ

১। উৎপাদনকারী শাখাঃ শিল্প হলো ব্যবসায়ের উৎপাদনকারী শাখা। ক্রেতা বা ভোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করাই শিল্পের কাজ। সব শ্রেণির মানুষ সাবান ব্যবহার করে। কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে যেই প্রতিষ্ঠান সাবান উৎপন্ন করছে সেটাই সাবান প্রস্তুতকারী শিল্প।

২। রূপগত উপযোগ সৃষ্টিঃ শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূলত রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে। বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা থেকে কাঠ চেরাই করা হচ্ছে। তা থেকে আসবাবপত্র তৈরী হচ্ছে। কাঠ চেরাইয়ের মাধ্যমে যেমনি কাঠের রূপ পরিবর্তন হয়েছে তেমনি আসবাবপত্র তৈরীর মাধ্যমেও কাঠের রূপে পরিবর্তন এসেছে।

৩। কেন্দ্রীভূত কার্যঃ ব্যবসায়ের উৎপাদনকারী এ শাখার কর্ম সাধারণত নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে। একটি ঔষধ কোম্পানীর বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ কাজ দেশে বিদেশে বিস্ড়ৃত হতে পারে কিন্তু এর উৎপাদন কার্য দেখা যাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত।

৪। পরিবর্তনশীলতাঃ শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্ধপ্রস্তুত পণ্য বা সম্পন্ন পণ্যকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী অন্যান্য পণ্যে রূপান্ড়রিত করে। কিন্তু শিল্প সর্বদা সম্পদের পরিবর্তনের সাথে নিজের কার্যবলীকে সম্পৃক্ত রাখে।

৫। স্থানান্ড়র যোগ্যতাঃ স্থানান্ড়র যোগ্যতা শিল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যকে এক রূপ হতে অন্য রূপে স্থানান্ড়র করে।

৬। ফল লাভে বিলম্বঃ যে কোন শিল্প গড়তে যথেষ্ট সময় ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। কাঁচামাল শ্রমিক যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক উপকরণ যোগাড়ে সময় লাগে। এরপর পণ্য উৎপাদন করলেই লাভ আসে না। বিক্রয়কে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পর উৎপাদনকারী লাভের মুখ দেখে। শিল্প যত বড় হয় এই ফল লাভে ততই বিলম্ব হয়।

৭। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবেশ পথঃ যে কোন দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবেশ পথ বা তোরণ হলো শিল্প। কৃষি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ খাত হলেও শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া কৃষিকে এগিয়ে নেয়াই সম্ভব হয় না। শিল্পের প্রসার ঘটলেই দেশের বাণিজ্যে কর্মকান্ড বিস্তৃত ঘটবে।

শিল্পের প্রকারভেদ

শিল্প হলো উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ আহরণ এবং সেগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি করাই শিল্পের কাজ। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদকে নানা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিল্প মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলে। তাই সম্পদ আহরণ এবং প্রজনন, উৎপাদন, একত্রীকরণ প্রভৃতি শিল্পের আওতাভুক্ত। নিম্নে শিল্পের শ্রেণি বিভাগ রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

চিত্রঃ শিল্পের প্রকারভেদ

১। প্রাথমিক শিল্পঃ প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহের সকল প্রক্রিয়াই প্রাথমিক শিল্পের অন্তর্ভূক্ত।

- **কৃষি শিল্পঃ** জমিতে ফসল ফলানো, খনি থেকে সম্পদ উত্তোলন, বন থেকে কাঠ, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ, নদী ও সাগর থেকে শামুক, ঝিনুক, ইত্যাদি সংগ্রহ, জমিতে বীজ রোপন করে চারাগাছ উৎপাদন প্রভৃতি কৃষি শিল্পের মধ্যে পড়ে।
- **প্রজনন শিল্পঃ** যে শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন: নার্সারী, হ্যাচারী, হাঁস-মুরগীর খামার প্রভৃতি।
- **নিস্কশন শিল্পঃ** যে শিল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি বা বায়ু হতে সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ করা হয় তাকে নিস্কাশন শিল্প বলে। খনিজ পদার্থ উত্তোলন, মৎস্য শিকার, এধরনের শিল্পের উদাহরণ।

২। উৎপাদন বা প্রস্তুত শিল্পঃ শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামাল বা অর্ধপ্রস্তুত জিনিসকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াকে উৎপাদন বা প্রস্তুত শিল্প বলে। তুলা থেকে কাপড় ও বস্ত্র উৎপাদন, খনি থেকে প্রাপ্ত লৌহ আকরিক ব্যবহার করে লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রী উৎপাদন এর সবই এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতি অনুযায়ী এরূপ শিল্পকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়।

- **বিশ্লেষণ শিল্পঃ** একই পদার্থ হতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী তৈরীকে বিশ্লেষণ শিল্প বলে। যেমন: খনিজ তৈল পরিশোধনের মাধ্যমে পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল প্রভৃতি প্রস্তুত শিল্পের মধ্যে পড়ে।
- **যৌগিক শিল্পঃ** যে শিল্পে পৃথক পৃথক পদার্থের সংমিশ্রন করে নতুন দ্রব্য তৈরী করা হয় তাকে যৌগিক শিল্প বলে। যেমন- সিমেন্ট, সার, সাবান ইত্যাদি শিল্পও এরূপ শিল্পের আওতায় আসে।
- **প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্পঃ** যে শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত হয় তাকে প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্প বলে। তুলা থেকে বস্ত্র, আখ থেকে চিনি উৎপাদন এরূপ শিল্পের উদাহরণ।

- **সংযোজন শিল্প:** অন্য শিল্পে উৎপাদিত উপকরণ বা অংশবিশেষকে একত্রিত করে নতুন সামগ্রী উৎপাদন যে শিল্পের মাধ্যমে করা হয় তাকে সংযোজন শিল্প বলে। বিমান, জাহাজ, মটরগাড়ি প্রভৃতি এরূপ শিল্পের আওতায় আসে।

৩। নির্মাণ শিল্প: যে শিল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাস্তা ঘাট সেতু বা দালান কোঠা, জাহাজ ইত্যাদি নির্মান করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলে। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন ধরণের নির্মাণের সাথে দেশী বিদেশী নির্মাণ কোম্পানিসমূহ কাজ করে।

৪। সেবা পরিবেশক শিল্প: যে শিল্প মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও আরামদায়ক করার কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদি সেবা সরবরাহকৃত প্রতিষ্ঠান এরূপ শিল্পের আওতাভুক্ত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনাদের আশেপাশে যে সকল শিল্প চালু আছে তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

সারসংক্ষেপ

- প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহ ও এতে উপযোগ সৃষ্টির সকল প্রচেষ্টাকেই শিল্প বলে।
- শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো হল: উপযোগ সৃষ্টি, পরিবর্তনশীলতা, স্থানান্তর যোগ্যতা প্রভৃতি।
- প্রাথমিক শিল্প: প্রকৃতি থেকে সম্পদ সংগ্রহের সকল প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্রাথমিক শিল্প।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সৃষ্টির সাথে জড়িত ?
ক) শিল্প খ) বাণিজ্য
গ) বিনিময় ঘ) প্রত্যক্ষ সেবা

২। নিম্নের কোনটি সেবা শিল্পের অন্তর্ভূক্ত ?
ক) পশু পালন খ) কৃষি কাজ
গ) গ্যাস উত্তোলন ঘ) টেলিফোন

৩। নিচের কোনটি শিল্পের বৈশিষ্ট্য ?
ক) বণ্টনকারী শাখা খ) বিকেন্দ্রীভুক্ত কাজ
গ) রূপগত উপযোগ সৃষ্টি ঘ) মজুতযোগ্য **নয়**

৪। নিচের কোনটি শিল্পের প্রকারভেদের বহির্ভূত ?
ক) প্রজনন খ) বিজ্ঞাপন
গ) নিস্কাশন ঘ) নির্মাণ

৫। নদী থেকে বালু উত্তোলন কোন শিল্পের অন্তর্ভূক্ত ?
ক) উৎপাদন খ) নিস্কাশন
গ) সেবা পরিবেশক ঘ) নির্মাণ

৬। মিঃ রহমান বিদেশ হতে সুতা এনে পোশাক তৈরী করে বিক্রি করেন। মিঃ রহমান কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করছেন ?
ক) স্থানগত খ) সময়গত
গ) স্বত্বগত ঘ) রূপগত

পাঠ-১.৩ বাণিজ্যের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাণিজ্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাণিজ্যের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বাণিজ্য, উৎপাদিত সামগ্রী, ভোক্তা, শিল্প

বাণিজ্যের ধারণা

বাণিজ্য ব্যবসায়ের অন্যতম শাখা। সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদনের পর থেকে বাণিজ্যের কার্যক্রম শুর" হয়। অর্থাৎ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ড় পথিমধ্যে যেসব বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আসে তা দূরীকরণের যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে। আবার কৃষকের নিকট হতে পাট সংগ্রহ করে শিল্প বা মিল মালিকের নিকট পরবর্তী অধিক উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করাও বাণিজ্যের আওতাভুক্ত হবে। অতএব এক শিল্প হতে উৎপাদিত সামগ্রী পরবর্তী উৎপাদনের জন্য অন্য শিল্পে বা শিল্পে উৎপাদিত ভোগ্য পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় তার সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী পরবর্তী শিল্পে বা প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে যে সকল কাজ সম্পাদিত হয় তার সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হলোঃ

বন্টনকারী শাখা ঃ বাণিজ্য ব্যবসায়ের বণ্টনকারী শাখা হিসাবে বিবেচিত। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শিল্প পণ্য উৎপাদন করে ভোগকারী বা ব্যবহারকারীদের জন্য। শিল্প এ কাজে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বা ক্রয় বিক্রয় ও এর সহায়ক কার্যাবলীর উপর নির্ভর করে। ইউনিলিভার তাদের কারখানায় প্রসাধনী সামগ্রী উৎপাদন করে। দেশের সকল অঞ্চলের গ্রাহকদের নিকট এ সকল পণ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাণিজ্যই তাদের মুখ্য অবলম্বন। আবার কাঁচামাল ও উপকরণ সংগ্রহেও তারা বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল।

বিকেন্দ্রীভুক্ত কাজ ঃ শিল্প থেকে পরবর্তী ব্যবহারকারী বা ভোগকারীদের নিকট পণ্য পৌঁছাতে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড শহরের কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ড় অঞ্চল পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত থাকে। শিল্পের কাজ যেভাবে শিল্পকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত থাকে এ ক্ষেত্রে তার সুযোগ নেই। বিআরবি তাদের কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পে বিভিন্ন কেবল উৎপাদন করছে। কিন্তু তা বিক্রয় হচ্ছে দেশের সর্বত্র।

ব্যক্তিগত ও সহায়ক উপযোগ সৃষ্টি ঃ বাণিজ্য মূলত ব্যক্তিগত বা স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী ও ভোগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় উৎপাদনকারী থেকে তা ভোগকারীর মালিকানায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

চলতি মূলধনের আধিক্য ঃ বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ হলো ক্রয়-বিক্রয়। আর এ কাজে চলতি মূলধনের বেশী প্রয়োজন পড়ে। শিল্প মালিককে ভূমি, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পিছনে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হয়। একজন ট্রেডার্সকে তা করতে হয় না।

সহজে বিনিয়োগ স্থানান্ড়রের সুযোগ ঃ বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে দ্রুত বিনিয়োগ স্থানান্ড়রের সুযোগ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। "দোকান বিক্রয় হবে", "ব্যবসায় পরিবর্তন হেতু মূল্য হ্রাস" ইত্যাদি ঘোষণা এর উদাহরণ।

শিল্পে খারাপ করলে বিনিয়োগকারীর সেখান থেকে যথেষ্ট মূলধন নিয়ে ফিরে আসার সুযোগ কম থাকে। কিন্তু বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সেই বিনিয়োগ নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব। এ জন্যেই অনেকে শিল্পে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হয়।

বাণিজ্যের প্রকারভেদ

বাণিজ্যের কাজ হলো পণ্য দ্রব্য বা সেবাকর্ম বিনিময় বা বণ্টন করা। এই বিনিময়ের কাজটি বর্তমান আধুনিক বিশ্বে অত্যন্ড় ব্যাপকতা লাভ করছে। পৃথিবীর একপ্রান্ড়ে কোন জিনিস হয়তোবা উৎপাদিত হচ্ছে অথচ তা ভোগ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ড়ে। এভাবেই আমরা দেখতে পাই বাণিজ্যের পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিম্নে ফ্লো চার্ট এর সাহায্যে বাণিজ্যের প্রকারভেদ দেখানো হলো:

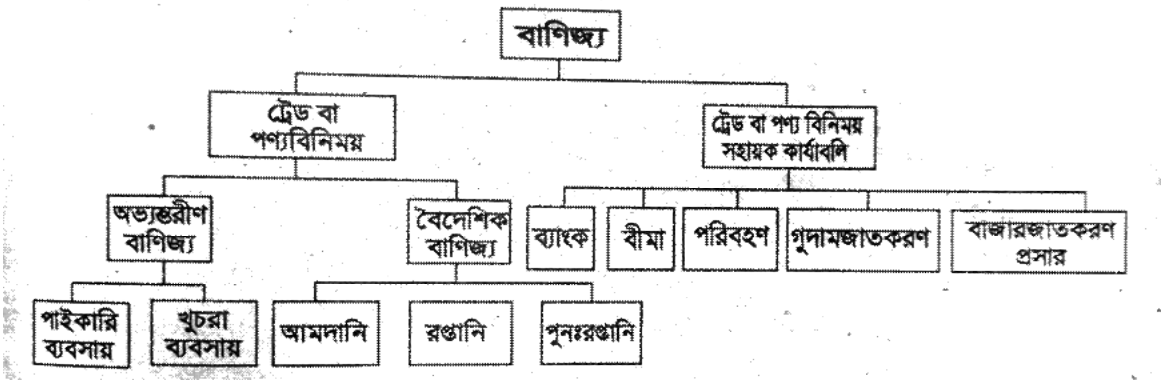

উপরের চার্টের বর্ণিত বাণিজ্যের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

১। ট্রেড বা পণ্য বিনিময়ঃ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় কার্যকে পণ্য বিনিময় বলে। বণ্টনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে মালিকানাগত বা ব্যক্তিগত বাধা দূর করাই এর উদ্দেশ্য। উৎপাদনকারীর নিকট হতে পণ্য ভোগকারীর নিকট পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনে একাধিকবার ক্রয় বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিম্নে এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলোঃ

ক) **অভ্যন্ড়রীণ বাণিজ্যঃ** কোন দেশে ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয় বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয় তাই অভ্যন্ড়রীণ বাণিজ্য। অভ্যন্ড়রীণ বাণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

- **পাইকারি ব্যবসায় ঃ** উৎপাদনকারী বা আমদানিকারকের নিকট হতে অধিক পরিমাণে পণ্য সামগ্রী একত্রে ক্রয় করে তা খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করাকে পাইকারি ব্যবসায়ী বলে। এরূপ ব্যবসায়ীগণ ভোগ্য পণ্যের বেলায় উৎপাদনকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে এবং শিল্প কাঁচামালের বেলায় উৎপাদনকারী ও শিল্প মালিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।
- **খুচরা ব্যবসায়ী ঃ** যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পাইকারী বা অন্য কোন উৎস হতে পণ্য সংগ্রহ করে তা চুড়ান্ড় ভোগ বা ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় করে তাকে খুচরা ব্যবসায় বলে। খুচরা ব্যবসায় মূলত ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির ব্যবসায় সংগঠন।

খ) বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ এক দেশের সাথে অন্য দেশের বা এক দেশের ব্যবসায়ীর সাথে অন্য দেশের ব্যবসায়ীর মধ্যে যে ক্রয় বিক্রয় সম্পাদিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। এরূপ ব্যবসায় কার্য নিম্নোক্ত তিন ধরণের ঃ

- **আমদানি ঃ** বিদেশ থেকে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে আনাকে আমদানি বলে। বর্তমান বিশ্বে কোন দেশই তার প্রয়োজনীয় সকল পণ্য উৎপাদন করে না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিবেচনায় একটি দেশে বা দেশের মানুষ যেমনি কিছু পণ্য উৎপন্ন করে তেমনি অন্য পণ্য বিদেশ থেকে ক্রয় বা আমদানি করে থাকে।
- **রপ্তানি ঃ** বিদেশের নিকট বা বিদেশী কোন ব্যবসায়ীর নিকট পণ্য বিক্রয় করাকে রপ্তানি বলে। রপ্তানির ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়ায় সকল দেশই রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে তার মোট রপ্তানি আয়ের ৮০% এর অধিক অর্জন করে।

- **পুনঃ রপ্তানি ঃ** বিদেশে পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করে তা পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হলে তাকে পুনঃ রপ্তানি বলে। উৎপাদনকারী দেশের সাথে আমদানিকারক দেশের সরাসরি ব্যবসায়ীক সম্পর্ক না থাকলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। মিয়ানমারের সাথে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সরাসরি ব্যবসায়ী সম্পর্ক না থাকায় সেখানকার মাছ, শুটকি ইত্যাদি পণ্য বাংলাদেশের ব্যবসায়ীগণ আমদানি করে তা উক্ত দেশগুলোতে প্রায়শই রপ্তানী করে থাকেন।

২। পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলী ঃ অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সম্পাদিত কার্যাবলীকে পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলী বলে। বাণিজ্যের আওতাধীন এ সকল কার্যকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায় ঃ-

- **ব্যাংক ঃ** বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও আর্থিক নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু লেনদেনের ওপর ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে। অর্থ সংক্রান্ত এ প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সম্পাদিত কার্যাবলীকে পণ্য বিনিময় সহায়ক কার্যাবলী বলে।
- **বীমা ঃ** বাণিজ্য তথা ব্যবসায়ের সাথে ঝুঁকি ওতপ্রতোভাবে জড়িত। এই ঝুঁকি ব্যবসায়ীদের স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় পরিচালনায় যেমনি বিঘ্নের সৃষ্টি করে তেমনি অনেক সময় মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।
- **পরিবহন ঃ** উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে স্থানগত দুরত্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তাই বাধা দূর করার জন্য উৎপাদিত সামগ্রী মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌঁছানোর জন্য জলে, স্থলে ও আকাশ পথে বিভিন্ন ধরনের পরিবহন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।
- **গুদামজাতকরণ ঃ** পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের পর হতে ভোগের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তা সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। কেননা পণ্য উৎপাদন হয় এক সময়ে কিন্তু ভোগ হয় তার পরবর্তীতে অন্য আরেকটি সময়ে।
- **বাজারজাতকরণ প্রসার ঃ** পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করা হলেই ক্রেতা বা ভোক্তারা তা জানবে ও ক্রয় করবে তেমন নয়। তাই এ সম্পর্কে তাদের জানানো ও উৎসাহ সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে। এ জন্য ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজারজাতকরণ প্রসার কৌশলঃ যেমন- বিজ্ঞাপন, প্রচার, বিক্রয় প্রসার ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক ধারণা ও বৈশিষ্ট্য থেকে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিচে তালিকাভুক্ত করুন:	
	শিল্প	**বাণিজ্য**
	• •	• •

সারসংক্ষেপ

- শিল্পের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত পথিমধ্যে যে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আসে তার দূরীকরনে যাবতীয় কার্যক্রমকে বাণিজ্য বলে।
- বাণিজ্য ব্যবসায়ের বণ্টনকারী শাখা হিসাবে বিবেচিত। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শিল্প পণ্য উৎপাদন করে ভোগকারী বা ব্যবহারকারীদের জন্য। শিল্প এ কাজে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বা ক্রয় বিক্রয় ও এর সহায়ক কার্যাবলী উপর নির্ভর করে।
- মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য ও সেবা কর্ম ক্রয় বিক্রয় কাজকে পণ্য বিনিময় বলে।
- একটা দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয় বিক্রয় কার্য অনুষ্ঠিত হয় তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।
- দুই দেশের মধ্যে বা দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে ক্রয় বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গুদামজাতকরণ নিচের কোনটির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত?
ক) শিল্প খ) ব্যবসায়
গ) বাণিজ্য ঘ) রপ্তানি

২। পরিবহন নিম্নের কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা দুর করে?
ক) কালগত খ) অর্থগত
গ) স্থানগত ঘ) জ্ঞানগত

৩। নিচের কোনটি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য?
ক) উৎপাদনকারী শাখা খ) স্থায়ী মূলধনের আধিক্য
গ) ফল লাভে বিলম্ব ঘ) ব্যক্তিগত ও সহায়ক উপযোগ সৃষ্টি

৪। নিচের কোনটি বাণিজ্য সংশি- ষ্ট প্রতিষ্ঠান?
ক) পরামর্শক ফার্ম খ) ডেইরি ফার্ম
গ) বিজ্ঞাপনী ফার্ম ঘ) অডিট ফার্ম

৫। মিঃ আমজাদ হোসেন চীন থেকে গাড়ি কিনে ইউরোপে বিক্রি করেন। তার এরূপ কাজকে কী বলে?
ক) ক্রয় খ) আমদানি
গ) রপ্তানি ঘ) পুনঃরপ্তানি

৬। বাণিজ্যের আওতাভুক্ত-
i) বিনিময় ii) সেবা iii) পরিবহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৪ প্রত্যক্ষ সেবার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রত্যক্ষ সেবার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ সেবার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ সেবার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সেবা, অদৃশ্য, ভোক্তা

প্রত্যক্ষ সেবার ধারণা

সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। সেবা দেয়া ও নেয়ার সাথে মানুষ জন্মগতভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে সেবা দানের উদ্দেশ্য যে ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ সেবামূলক ব্যবসায় বলে। সেবা একটি অদৃশ্য ও অস্পর্শনীয় পণ্য। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা যেভাবে দৃশ্যমান থাকে এবং মালিকানা হস্ড়ান্ড়রিত হয়, সেবার বেলায় তাকে সেভাবে সজ্ঞায়িত করা যায় না। এক্ষেত্রে গ্রাহক সেবা পেয়েই উপকৃত, তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হয়। পণ্যের মত সে এটাকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রয় করতে বা মালিকানা হস্ড়ান্ড়র করতে পারে না।

একজন ছাত্র ১০ টাকা দিয়ে বাসে চড়ে কলেজে এলো। সে ১০ টাকার বিনিময়ে উপকার বা সুবিধা লাভ করছে। এক্ষেত্রে বাস কোম্পানী সেবা বিক্রেতা। একজন রোগী অপারেশনের জন্য হাসপাতাল কি দিয়েছে? উত্তর হলো সেবা। এভাবে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, হোটেল, বিমান, রেলওয়ে, ব্যাংক, বীমা সংগঠন সহ হাজারো কোম্পানী সেবা বিক্রয় করে চলছে। মানুষের মাথাপিছু আয় যত বাড়ছে সেবা ক্রয় বিক্রয় ততই গুর"ত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

প্রত্যক্ষ সেবার বৈশিষ্ট্য

গ্রাহকদের প্রয়োজন পূরণে সমর্থ কাজ, সুবিধা বা তৃপ্তিকে সেবা বলে। এরূপ সেবা কার্যের যেসকল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় তা নিম্নরূপঃ

১। কাজ বা সুবিধাঃ প্রত্যক্ষ সেবা হলো কোন কাজ, সুবিধা বা তৃপ্তি যা এর বিক্রেতা ক্রেতাদের নিকট বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করে। সুবিধা বা কাজ প্রদানের জন্য বিক্রেতাকে মুলধনসহ ব্যবসায়ের সকল উপকরণ যোগাড় করতে হয়। যেমন- একটি ক্লিনিক, অডিট কার্য, সিনেমা হল, বাস কোম্পানী, মেরামত কারখানা, ধোপা, ছুতার এভাবে বড় ছোট সবাই কাজ, সুবিধা বা তৃপ্তি বিক্রয় করে মূলতঃ মুনাফা অর্জনের প্রয়াস চালায়।

২। অস্পর্শনীয় প্রকৃতিঃ সেবা অনুভব করা যায় বা এর দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয়। গ্রাহক তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু ক্রয়ের পূর্বে এর স্বাদ, সুবিধা, তৃপ্তি ইত্যাদি স্পর্শ বা ছুয়ে দেখে শুনে নেয়ার সুযোগ থাকে না। দোকানে যেয়ে একজন শিক্ষার্থী খাতা কলম কিনে বাসায় নিয়ে মাকে দেখায়। এটা পণ্য ও দৃশ্যমান বস্তু। কিন্তু ২০ টাকা খরচ করে রিমু রিকশা চড়ে বাসায় এসেছে। এক্ষেত্রে যে সুবিধা সে পেয়েছে তা কিন্তু স্পর্শনীয় বা দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন তার পক্ষে অসম্ভব।

৩। মালিকানা হস্ড়ান্ড়রযোগ্য নয়ঃ সেবা স্পর্শনীয় ও বাস্ড়ব কোন বস্তু না হওয়ায় এর মালিকানা হস্ড়ান্ড়রের প্রশ্ন আসে না।

৪। মজুদযোগ্য নয়ঃ সেবা মজুদযোগ্য নয় অর্থাৎ সেবা যখনই উৎপাদন হয় তখনই তা ভোগের প্রশ্ন আসে। ভিন্ন ভাবে বললে বলা যায় ভোক্তা যখন ভোগের জন্য আসে তখনই সেবা উৎপন্ন বা প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। একজন নাম করা শিল্পী

গান গাইবে এজন্য টিকেট বিক্রয় হলো। যে স্বশরীরে গান উপভোগ করতে চায় তাকে গানের সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।

৫। গ্রাহকের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠানঃ ভোগের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরেও পণ্য উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু সেবার বেলায় তা সম্ভব নয়। তাই গ্রাহকদের পাশেই সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠে। যানবাহন মেরামত কেন্দ্র বাসষ্ট্যান্ডে বা এ ধরনের স্থানে গড়ে উঠতে দেখা যায়। বিমান বন্দরের পাশে দামি হোটেল ও রেল ষ্টেশনের পার্শ্বে কম মূল্যের হোটেল এ কারণেই গড়ে তোলা হয়।

প্রত্যক্ষ সেবার প্রকারভেদ

সমগ্র বিশ্বের সেবাখাত এখন ব্যবসায় জগতে সবচেয়ে এগিয়ে। কৃষি নির্ভর তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাদ দিলে উন্নত সকল দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হলো সেবা খাত। মানুষের আয় যত বাড়ছে ততই মানুষের বিভিন্ন সেবার প্রতি আকৃষ্ঠ হচ্ছে। নতুন নতুন সেবাখাত এসে ব্যবসায়ের মাঝে যোগ হচ্ছে। তাই বৈচিত্র্যধর্মী সেবাখাতকে শ্রেণীবিন্যাস করা কষ্ঠসাধ্য। শিল্প বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সেবা ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এ ধরনের কিছু প্রতেক্ষ সেবাখাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. **শিক্ষা সেবা ঃ** শিক্ষা সেবা যে কোন দেশেই একটা বড় প্রত্যক্ষ সেবাখাত। প্রতিটা গ্রাম ও মহল-ায় এখন কে. জি স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি গুর"ত্বপূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এছাড়া স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সেবা দিয়ে চলছে। বিদেশে পড়তে যেতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান IELTS, TOEFL, GMAT ইত্যাদি সংশ্লিষ্ঠ বিষয় পড়াচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসমূহের ভর্তির জন্য বিভিন্ন কোচিং সেন্টার শিক্ষা সেবাখাতের বর্তমানে গুর"ত্বপূর্ণ অঙ্গ।

২. **স্বাস্থ্য সেবা ঃ** শিক্ষার ন্যায় স্বাস্থ্যখাতও সেবাখাতের গুর"ত্বপূর্ণ অঙ্গ। ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান শিল্প খাতের এবং সুষ্ঠু বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য খাতের অন্ড়র্ভূক্ত। ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, প্যাথলজিক্যাল সেন্টার, ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। জেলা সদরে এখন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি যা মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে চলছে।

৩. **পেশাগত সেবা ঃ** বিভিন্ন পেশাজীবি ব্যক্তিবর্গ যে সকল সেবা সরবরাহ করে তাকে পেশাগত সেবা বলে। অডিট ফার্ম, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, ডাক্তার, উকিল, পরামর্শক ইত্যাদি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এর মধ্যে পড়ে। ব্যবসায় পরিচালনায় যেমনি এ ধরনের সেবার প্রয়োজন পড়ে তেমনি সাধারণ মানুষকেও বিভিন্ন প্রয়োজনে এ ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহন করতে হয়।

৪. **ভোক্তা সেবা ঃ** সাধারনত ভোক্তাগণ সরাসরি যে সকল সেবা গ্রহন করে তাকে ভোক্তা সেবা বলে। যানবাহন, হোটেল, বিনোদন ধর্মী প্রতিষ্ঠান, পর্যটন, ফোন ও ইন্টারনেট কোম্পানী, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান, সেলুন, লন্ডী, কার্পেন্টার, মেরামত কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবা এর অন্ড়র্ভূক্ত। এক্ষেত্রে উলে- খ্য, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সেবা প্রদান ছাড়াও অব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

বাণিজ্যের সাথে প্রত্যক্ষ সেবার পার্থক্য তালিকাভুক্ত কর"ন।

বাণিজ্য	প্রত্যক্ষ সেবা
•	•
•	•

সারসংক্ষেপ

- মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য গ্রাহকদের প্রয়োজন পূরণে সমর্থ কোন কাজ সুবিধা বা তৃপ্তি প্রদানকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে। যেমন- গায়ক, ক্লিনিক, ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম, ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট প্রভৃতি।
- প্রত্যক্ষ সেবার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: অস্পর্শনীয়, মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয় প্রভৃতি।

- প্রত্যক্ষ সেবার প্রকারভেদগুলো হচ্ছে: শিল্প সেবা, স্বাস্থ্য সেবা, ভোক্তাসেবা, পেশাগত সেবা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন্‌টি প্রত্যক্ষ সেবা ?

ক) সাংবাদিকতা খ) সেতু নির্মাণ

গ) ধান উৎপাদন ঘ) নার্সারি

২। নিচের কোন্‌টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ?

ক) ঔষধের দোকান খ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান

গ) ক্লিনিক ব্যবসায় ঘ) খাবারের দোকান

৩। নিচের কোন্‌টি প্রত্যক্ষ সেবা সংশি□ষ্ট প্রতিষ্ঠান ?

ক) প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড খ) স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড

খ) রূপালী ইন্সরেন্স কোং লিঃ ঘ) সাগর কার্গো সার্ভিস লিমিটেড

৪। নিচের কোন্‌টি প্রত্যক্ষ সেবার বৈশিষ্ট্য ?

ক) জ্ঞানগত উপযোগ সৃষ্টি করে খ) এটি কাজ বা সুবিধা

গ) এটি ক্রয় বিক্রয় সংশি□ষ্ট কাজ ঘ) এর মালিকানা হস্ড়ান্ড়রযোগ্য

৫। প্রত্যক্ষ সেবা অন্ড়র্ভূক্ত-

i) ডাক্তারী ii) শিক্ষকতা iii) ব্যবসায়

নিচের কোন্‌টি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। সেবা শিল্পের আওতাভুক্ত-

i) টেলিফোন ii) বিদ্যুৎ iii) গ্যাস

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আইনুর রহমান একজন কলেজ শিক্ষক। সমাজে বাল্যবিবাহের অধিক প্রচলন দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তাই এ সামাজিক ব্যাধি দুর করার লক্ষ্যে তিনি কাজ করেছেন।

৭। আইনুর রহমানের শিক্ষাদান ব্যবসায়ের কোন শাখার অন্ড়র্ভূক্ত ?

ক) শিল্প খ) বাণিজ্য

গ) প্রত্যক্ষ সেবা ঘ) বিনিময়

৮। বাল্যবিবাহ দূর করা সংক্রান্ড় আইনুর রহমানের কাজ নিম্নোক্ত কোন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত ?

ক) সামাজিক দায়িত্ব খ) নৈতিক

গ) মূল্যবোধ ঘ) সামাজিক রীতিনীতি

পাঠ-১.৫ বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার সমস্যা ও সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বাংলাদেশে বাণিজ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ সেবার সমস্যা ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

মূখ্য শব্দ (Key Words)	শিল্প, সরকার, বাণিজ্য, প্রত্যক্ষ সেবা,

ভুমিকা

বাংলাদেশে ব্যবসায় তথা শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সমস্যাও আছে অনেক। আবার দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ও সমস্যা সমান নয়। কেননা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সব এলাকায় একই ধরনের নেই। এছাড়া বন্দর যোগাযোগসহ সামগ্রীক পরিবেশ দেশের এক অঞ্চলের চাইতে অন্য অঞ্চলে ভিন্ন। দেশের এ অঞ্চলে সব সুবিধাদি আছে অন্য অঞ্চলে দেখা যায় সে সকল সুবিধা নাই। তাই শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার সম্ভাবনা ও সমস্যা দেশের সর্বত্র সমান নয়।

বাংলাদেশে শিল্পঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ। এদেশের বৃহৎ শিল্পগুলো সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হলেও ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতার কারণে এগুলোর অধিকাংশই আজ অস্তিত্বের সংকটে জর্জরিত। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে স্থাপিত তার অধিকাংশই ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং দেশী বিদেশী যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। এসব মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য জনগণের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে গতিশীল রাখছে। এদেশের পোশাক শিল্পের উৎপাদিত পণ্য ইউরোপ আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারকে স্ফীত থেকে স্ফীততর করছে। তবে এদেশের শিল্প খাত আরো দ্রুত সম্প্রসারিত হতে পারত। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এসব শিল্পের সম্প্রসারণ প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মূলত মূলধনের অপ্রতুলতা, উচ্চ হারে ব্যাংক সুদ, অবকাঠামোগত সমস্যা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি, মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনার পৃথকীকরণ, সর্বোপরি মাঝে মাঝে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এদেশের শিল্পায়ন ও সম্প্রসারণে প্রধান অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে। এছাড়া ব্যবসায়ীদের মতে সরকারী নীতিমালার ঘন ঘন পরিবর্তনও শিল্প উন্নয়নে বাধা হিসেবে কাজ করছে।

তারপরও এ দেশে শিল্প খাতে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এদেশ প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এদেশে রয়েছে বিপুল জনগোষ্ঠী এবং সস্তা শ্রম। বিপুল জনগোষ্ঠী পণ্যের বাজারে যেমন আমাদের নিশ্চয়তা দেয়। তেমনি আমাদের বিপুল দক্ষ অদক্ষ শ্রম শক্তি শিল্প উৎপাদনকে বেগবান করতে সহায়তা করবে এ ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় এদেশে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালে যেমন সহজলভ্যতা আছে তেমনি শিল্পের ঐতিহাসিক সুনামও এদেশের রয়েছে। আশার বিষয় হলো ইদানিং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে দ্রুতগতিতে, ফলে কর্মসংস্থান হচ্ছে। সাথে সাথে মানুষের আয় ও ভোগ প্রবণতা বাড়ছে। এছাড়াও পোশাক শিল্পের বিভিন্ন শিল্প কারখানার সহায়ক শিল্পের উন্নয়নের ফলে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। তাই আশা করা যায় শিল্প খাতে সমস্যাগুলো দূর করে অদূর ভবিষ্যতেই আমরা একটি শিল্পে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে পাব।

বাংলাদেশে বাণিজ্য ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে বাণিজ্য অগ্রসরমান হলেও আমরা কাংখিত অগ্রগতি লাভ করতে পারিনি। শিল্প খাতের দুর্বল অবস্থা বাণিজ্যের অগ্রযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। বিপুল জনসংখ্যার দেশ ও মাথাপিছু আয় কম হওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া অন্যান্য পণ্যের বাজার তেমন বিস্তৃত নয়। তবে আশার বিষয় হলো ইদানিং রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় গ্রামে-গঞ্জে দোকানপাট গড়ে উঠেছে। মানুষের আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোগ প্রবণতা বাড়ছে। ফলে অভ্যন্তরীন বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা এখনও লক্ষণীয়। খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা বিগত সময়ে ব্যয় হলেও এ প্রবণতা ইদানিং কমেছে। মুলধনী যন্ত্রপাতি, জ্বালানি তৈল, সয়াবিন, গার্মেন্টস শিল্পের জন্য কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী আমাদের আমদানির প্রধান খাত। গামেন্টর্স ও নীটওয়ার সামগ্রী, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ইত্যাদি পণ্য এ দেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশে বাণিজ্যের উন্নয়নে যে সকল সমস্যা লক্ষ্যণীয় তা নিম্নরূপ ঃ

- মূলধনের সীমাবদ্ধতা
- ব্যবসায়ীদের সততা ও দক্ষতার অভাব।
- ব্যবসায়ীদের অতিমুনাফা লাভের প্রবণতা ;
- বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় দুর্বল অবস্থান ;
- অবকাঠামোগত সমস্যা ;
- দুর্নীতি ও সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজ ;
- দ্রব্যমূল্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রনের অভাব ;
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ;
- ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশের অনুপস্থিতি ইত্যাদি ।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপরোক্ত সমস্যাবলী দূর করা গেলে এক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধাসমূহ কাজে লাগানো সম্ভব। বিশেষ করে গার্মেন্টস, ঔষধ, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিল্পে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হলে দেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি আরও বৃদ্ধি করা গেলে তা গ্রামীণ মানুষের আয় ও ভোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এতে দেশের সার্বিক বাণিজ্য চিত্রেই পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া চীনের ব্যবসায়ীরা ইদানিং গার্মেন্টস শিল্প থেকে পুঁজি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রতি যেভাবে ঝুঁকছে তাতে এ খাতে রপ্তানি আয় আরও বাড়তে পারে। তবে সকল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকারকেই এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ সেবা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

প্রত্যক্ষ সেবা বলতে সেসব কর্মকে বুঝায় যা ভোক্তা বা ক্রেতাকে অর্থের বিনিময়ে সরাসরি প্রদান করা হয়। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ কাজ বা সুবিধা অন্যের নিকট বিক্রয় করা হয়। যেমন টেলিফোন, মোবাইল, বিদ্যুত বিভাগ, ওয়াসা, ডিস এন্টেনা, টিভি ফ্রিজ, কম্পিউটার, নিরাপত্তা বাহিনী, গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা, এদের প্রদত্ত সেবা দৃশ্যমান নয়, তবে ভোক্তা বা ক্রেতা তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হয়। এগুলো প্রত্যক্ষ সেবার প্রকৃত উদাহরণ। এটি নিঃসন্দেহে ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, প্রত্যক্ষ সেবার মাধ্যমে ভোক্তা বা সেবা গ্রহিতা তৃপ্ত হয় বা উপকৃত হয়। আমাদের দেশে ইদানিং অনেক প্রত্যক্ষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারের নীতিগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে এটির তেমন উন্নয়ন এখনো চোখে পড়েনি। যেমন আমাদের প্রতিবেশী প্রতিটি দেশে যখন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবার জন্য সাগরের তলদেশ দিয়ে ফাইবার অপটিকের সাথে সংযুক্ত হয়েছে তখন আমাদের আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্বের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহনে অনেক সময় লেগেছে। এভাবে আমরা বিভিন্নভাবে সরকারি নৈতিক, আইনগত সমর্থন যথাসময়ে না পাওয়ার কারণে প্রত্যক্ষ সেবাখাতে বিদেশী বা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে আছি। এছাড়া ব্যবসায়ীদের দক্ষতার অভাবকেও হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই। সর্বোপরি প্রত্যক্ষ সেবাখাতে বিনিয়োগের জন্য মূলধনের স্বল্পতাও কম দায়ী নয়।

তথাপিও আমাদের এ পর্যন্ড় এ খাতে যেসব অগ্রগতি হয়েছে তাকেও কম বলা যাবে না। উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলো দূর করতে পারলে শিগগীরই এ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা দিন দিন আমাদের তর"ন প্রজন্ম তথ্য প্রযুক্তির সাথে একাত্ম হচ্ছে এবং এখাতে জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ দক্ষ হয়ে গড়ে উঠেছে। এমন কি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে নতুন নতুন বিভাগ খুলে ছাত্রদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। এছাড়া এসব সেবা খাতে দেশী বিদেশী ব্যাপক বিনিয়োগ দিন দিন যুক্ত হচ্ছে বিধায় মূলধনের সমস্যাও কিছুটা লাঘব হচ্ছে। আর বর্তমানে ইন্টারনেটের সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করে দেশীয় উদ্যোক্তারা এখানে সর্বোত্তম সেবা দিতে এগিয়ে এসেছে। তার নমুনা হিসাবে বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, টেলিফোন, ওয়াসা ও বিদ্যুৎ বিভাগের ২৪ ঘন্টা গ্রাহক সার্ভিস প্রদান অন্যতম। সর্বোপরি পর্যাপ্ত শিক্ষা, সচেতনতা, জবাবদিহিতার উন্নয়নের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ সেবা খাতের উন্নয়ন দ্র"ততর সময়ে দৃশ্যমান হবে এটি বর্তমান প্রজন্মের প্রত্যাশা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর"ন	
	•	•
	•	•

সারসংক্ষেপ

- **প্রত্যক্ষ সেবা:** প্রত্যক্ষ সেবা বলতে সেবা কর্মকে বুঝায় যা ভোক্তা বা ক্রেতা অর্থের বিনিময় সরাসরি সেবা গ্রহন করে থাকে।
- **শিল্প:** যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কাঁচামালে রূপদান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলে।
- **বাণিজ্য:** ব্যবসায়ে বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌছানো বা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌছানো কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের শিল্পের সমস্যার কারণ?
ক) মূলধনের অপ্রতুলতা, উচ্চ হারে ব্যাংক সুদ খ) শ্রমিকের অপ্রতুলতা
গ) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ঘ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

২। বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিল্পগুলি কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত/পরিচালিত হয়?
ক) জনগনের দ্বারা খ) উদোক্তার দ্বারা
গ) বাংলাদেশের সরকার দ্বারা ঘ) বিনিয়োগকারী দ্বারা

৩। বাংলাদেশের বাণিজ্যের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে-
ক) মূলধনের প্রাচুর্যতা খ) মূলধনের সীমাবদ্ধতা
গ) শ্রমিক সংকট ঘ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

পাঠ-১.৬ ব্যবসায়ের কার্যাবলী, গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়ের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবসায়ের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায়, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন, মূলধন, পণ্য ও সেবা

ব্যবসায়ের কার্যাবলী

প্রধানত মুনাফা অর্জনকে সামনে রেখে ব্যবসায়ের সকল কার্যাবলি পরিচালিত হয়। নিম্নে ব্যবসায়ের কার্যাবলি আলোচনা করা হল।

- **উৎপাদন ঃ** উৎপাদন ব্যবসায়ের প্রধান কাজ। বিক্রয়ের জন্য পণ্য বা সেবা সামগ্রী তৈরি করাকে উৎপাদন বলে। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় মুলধন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমিক ও সংগঠকের।
- **ক্রয়ঃ** ক্রয় ব্যবসায়ের অন্যতম কাজ। উৎপাদনের কাঁচামাল ছাড়াও নিজস্ব ব্যবহার বা পুনঃ বিক্রয়ের জন্য পণ্য দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে হয়। পণ্য-দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা সৃষ্টি হয়।
- **বিক্রয়ঃ** ব্যবসায়ের একটি আবশ্যকীয় কাজ হচ্ছে পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাকে একত্রিত করা। বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর হয়। পণ্য বা সেবা নির্ধারণ, ক্রেতা অনুসন্ধান, মূল্য নির্ধারণ বিক্রয়ের সাথে জড়িত।
- **অর্থসংস্থানঃ** সাধারণ অর্থে ব্যবসায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাকে অর্থ সংস্থান বলে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ব্যবসায়ের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ, অর্থ সংরক্ষণ, সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার সংক্রান্ত সকল কার্যাবলীকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলা হয়।
- **পরিবহনঃ** পরিবহন পণ্য বা সেবার স্থানগত উপযোগ ও চাহিদা সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌছানো হয়। এভাবে পণ্য উৎপাদনকারীর নিকট থেকে চূড়ান্ত ভোগকারীর নিকট পৌছে। পরিবহনের কারণে চীনের তৈরী বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্য সামগ্রী আমরা ব্যবহার করতে পারছি। আবার আমাদের দেশের চিংড়ি মাছ ও চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ভোগ করতে পারছে। তাই পরিবহন ব্যবসায়ের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে থাকে।
- **প্রমিতকরণঃ** প্রমিতকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ, আকার, রং, স্বাদ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পণ্য বিক্রয়ের জন্য স্থির করা হয়। ফলে ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া সহজ হয় এবং বিক্রয় কার্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- **পর্যায়িতকরণঃ** মান অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করাকে পর্যায়িতকরণ বলা হয়। সাধারণত ওজন, আকার ও গুণাগুণ অনুযায়ী পর্যায়িতকরণ করা হয়। ফলে বিক্রয় সহজ হয়।
- **মোড়কীকরণঃ** ব্যবসায় পণ্য সামগ্রীকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করা এবং নষ্ট বা ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু দ্বারা আবৃত করাকে মোড়কীকরণ বলা হয়। শিল্পজাত পণ্য, যেমন- ফ্রিজ, টেলিভিশন, সাবান এবং কৃষিজাতপণ্য যেমন দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদির বিক্রয় ও ক্রেতাদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা মোড়কীকরণের উপর নির্ভর করে।
- **গুদামজাতা করণঃ** গুদামজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের সময়মত উপযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ের সকল পর্যায়ে পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অনেক পণ্য বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয় কিন্তু ব্যবহার হয় সারা বছর। বছর ব্যাপী চাহিদা মেটানোর জন্য সে সকল পণ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হয়। যেমন- শীতকালে উৎপাদিত আলু ও টমেটো সারা বছর আমরা গুদামজাতকরণের ফলেই পেয়ে থাকি।

- **তথ্য সংগ্রহঃ** পণ্য ও বাজার সংক্রান্ড় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করাও ব্যবসায়ের কাজ। বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ কেমন, ক্রেতা ও ভোক্তাদের পছন্দ ও র"চি কেমন সে সর্ম্পকে জানতে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।
- **ভোগ বিশে- ষণঃ** ব্যবসায়ের একটি গুর"ত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীর র"চি, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য ও আগ্রহ বিশে- ষণ ও মূল্যায়ন করা। কারণ যথাযথভাবে এ কাজটি না করতে পারলে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং প্রসার ব্যাহত হয়।

ব্যবসায়ের গুর"ত্ব

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের গুর"ত্ব এত বেশী যে তা বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে গণ্য হলেও এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী ও ক্রেতারাই উপকৃত হয় না, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রতিটি মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে। নিম্নে ব্যবসায়ের গুর"ত্ব তুলে ধরা হলো:

অর্থনৈতিক গুর"ত্ব

১। সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারঃ দেশের সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের ওপর জাতীয় উন্নয়ন নির্ভরশীল। সকল দেশেই ব্যবসায় দেশের সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। গাছ, বাঁশ ইত্যাদি থেকে মন্ড তৈরী করা হয় এবং যা দিয়ে প্রস্তুত হয় কাগজ। তাই কাগজ লিখে একজন শিক্ষার্থী তা ফেলে দেয় বা ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রয় করে। এই অব্যবহৃত কাগজ প্যাকেজিং শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে তা থেকে নতুন পণ্য উৎপাদিত হয়। এভাবে নানান অমূল্যবান জিনিসকেও ব্যবসায়ীরা মূল্যবান সম্পদে পরিণত করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

২। মুলধন গঠনঃ ব্যবসায় হতে সঞ্চিত অর্থ একত্রিত করে এবং অন্যান্য উৎস হতে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যবসায় মূলধন গঠন করে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অর্জিত মুনাফার একটি বড় অংশ মূলধন গঠন ও বিনিয়োগে ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করে।

৩। মাথাপিছু ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিঃ অর্থ উপার্জনের একটি গুর"ত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবসায় মাথাপিছু এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। ব্যবসায়ের উন্নতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।

৪। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারঃ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ও সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে। এই উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় ও ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বাড়ে।

৫। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিঃ দেশের ব্যবসায় তথা শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সরকার বিভিন্ন খাত হতে প্রচুর রাজস্ব আদায় করতে পারে। এতে সরকারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ তার সুফল ভোগ করে।

৬। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নঃ আজ পর্যন্ড় দেশে- বিদেশে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে তার অধিকাংশই ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে। তাছাড়া ব্যবসায় ক্রমাগত এ ব্যবস্থা উন্নয়নের সাথে জড়িত।

৭। গবেষণা ও উন্নয়নঃ পরিবর্তিত বিশ্বে ক্রমাগত পরিবর্তিত হলো মানুষের চাহিদা, র"চি ও অভ্যাস। তার সাথে তাল মিলিয়ে পণ্য সেবায়ও কম পরিবর্তন আসছে না। তাই বাজারে টিকে থাকার জন্য নিয়মিত পণ্য, সেবা ও পদ্ধতিগত গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যবসায় জড়িত রয়েছে।

সামাজিক গুর"ত্বঃ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালিত হলেও সমাজের প্রতি এর ব্যাপক দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাই সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের যে গুর"ত্ব রয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ-

১। পণ্য ও সেবা সরবরাহঃ সমাজে বসবাসরত মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মানুষের অভাববোধ সৃষ্টি এবং তা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা সরবরাহের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

২। নায্যমূলো মানসম্মত পণ্য সরবরাহঃ অভাব মোচনের জন্য ব্যবসায়ী যথাসম্ভব নায্যমূল্য মানসম্মত পণ্যদ্রব্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করে। সমাজে বসবাসরত মানুষকে নায্যমূল্যে মানসম্মত পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন করে।

৩। বেকার সমস্যার সমাধানঃ ব্যবসায় তথা শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে। এতে দেশে বেকার সমস্যার সমাধান হয়। বাংলাদেশে যে মারাত্মক বেকার সমস্যা বিদ্যমান তা সমাধানে ব্যবসায়ের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

৪। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নঃ ব্যবসায় ব্যক্তি বা জাতীয় আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায়। মানসম্মত পণ্যদ্রব্য ও সেবা উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

৫। শিল্প সংস্কৃতির বিকাশঃ ব্যবসায়ের সহযোগিতায় শিল্প ও সংস্কৃতি উন্নতি লাভ করতে পারে। কেননা এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তা ব্যবসায় হতেই আসে।

৬। সম্পর্কের উন্নয়নঃ ব্যবসায় বাণিজ্যের ফলে দেশের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। কেনা বেচার মধ্যে দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা এর মধ্যে একটা সুসম্পর্কের আবহ সৃষ্টি হয়। গ্রামের একটা চায়ের দোকান যেন মানুষের একটা মিলন কেন্দ্র। শহরের ভালো বইয়ের দোকানে সন্ধ্যায় শিক্ষকদের আগমণে একটা আড্ডার পরিবেশ জন্ম নেয়। এভাবে ব্যবসায় মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে সমাজকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান

সাধারনভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কোন দেশের সর্বস্ড়রের জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধিকে বোঝায়, যা ক্রমবর্ধমান হারে মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে এবং জনগনের জীবনযাপনের মান উন্নয়নে অবদান রাখে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের অবদান অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এর অবদান উলে- খযোগ্য। দেশের ৯৬ ভাগ শিল্পই কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত। কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র হচ্ছে এ সকল শিল্প। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এ শিল্পের সাথে জড়িত। স্বল্প মূলধন, স্থানীয় কাঁচামাল, ব্যক্তিগত নৈপূণ্য, সৃজনশীলতা, পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে মহিলাদের কর্মশক্তি ব্যবহার করে এ জাতীয় ব্যবসায় গড়ে উঠে। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দেশের গ্রামীন মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসায়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য লালন ও বিকাশ এবং সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দিতেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। একটি ব্যবসায়ের সাফল্য দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয় এবং নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এভাবে নতুন বিনিয়োগের জন্য জনগনের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা গড়ে উঠে। শুধু তাই নয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে মানবসম্পদেরও উন্নয়ন ঘটে। দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠার সাথে সাথে দক্ষ কর্মীবাহিনীও গড়ে উঠে। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সাথে সাথে অবকাঠামোজনিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সর্বোপরি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে ব্যবসায় গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি ব্যবসায়ের ৫টি গুর"ত্ব চিহ্নিত কর"ন। • •

সারসংক্ষেপ

- ব্যবসায় তথা শিল্প বাণিজ্য বর্তমানকালে এতটাই গুর"ত্বপূর্ণ যে তা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব রাখে। যে কারনে বর্তমানে বিশ্বে ব্যবসায় অগ্রগতিকেই জাতীয় উন্নয়নের প্রধান সুচক হিসাবে গণ্য করা হয়।
- ব্যবসায় এমন একটি গুর"ত্বপূর্ণ পেশা যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। তাই একে বাদ দিয়ে কোন দেশ, জাতি বা সামাজিক উন্নয়নের চিন্ড়া করা যায় না। ব্যবসায়ের উন্নয়নের সাথে সাথে প্রতিটি দেশ বিশ্বমানচিত্রে মাথা উচু করে দাড়াতে সক্ষম হয়।
- ব্যবসায় বাণিজ্যে অগ্রসর এর কারনে বর্তমানকালে অনেক দেশ উন্নত দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌছাতে হলে এখানে ব্যবসায় তথা শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতির কোন বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যবসায়ের প্রাথমিক কাজ কোনটি ?

ক) উৎপাদন খ) বণ্টন

গ) সেবা প্রদান ঘ) পণ্য সরবরাহ

২। ব্যবসায়ের প্রধান দুটি কাজ কি ?

ক) অর্থসংস্থান ও বিনিয়োগ খ) মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ

গ) উৎপাদন ও বণ্টন ঘ) ক্রয় বিক্রয়

৩। নিম্নের কোনটির মাধ্যমে সর্বাধিক জাতীয় আয় অর্জিত হয় ?

ক) উৎপাদন খ) শিল্প

গ) শিল্প বাণিজ্য ঘ) ব্যবসায়

৪। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বাধিক ভূমিকা রাখে কোনটি ?

ক) চাকরি খ) শিক্ষকতা

গ) ওকালতি ঘ) ব্যবসায়

৫। ব্যবসায় লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটির উপস্থিতি অপরিহার্য ?

ক) আর্থিক মূল্য খ) আয় মূল্য

গ) বিক্রয় মূল্য ঘ) সামাজিক মূল্য

৬। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব হিসাবে বিবেচ্য-

i) এটি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে ii) এটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে

iii) এটি পণ্য ও সেবার যোগান নিশ্চিত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i ও iii

পাঠ-১.৭ সামাজিক ব্যবসায়ের ধারণা এবং জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসায়কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সামাজিক ব্যবসায়, মূলধন

সামাজিক ব্যবসায়ের ধারণা

যে ব্যবসায় গড়তে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মূলধন দেন কিন্তু তার পিছনে মুনাফা অর্জন বা লভ্যাংশ প্রাপ্তির কোন উদ্দেশ্যই থাকে না তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে। প্রচলিত ব্যবসায় ধারণার বিকল্পে সামাজিক ব্যবসায় ধারণা সারা বিশ্বে একটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। সামাজিক ব্যবসায় হলো এমন একটা ব্যবসায় যেখানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন ক্ষেত্র খুঁজে বের করা যার চাহিদা সমাজে যথেষ্ট। এটি এমন কোম্পানী হবে যা সমাজের দরিদ্র অবহেলিত শ্রেণীর মানুষকে কিছু দেয়ার জন্য গঠিত হবে। এর কাজ হবে বাণিজ্যিক কিন্তু উদ্দেশ্য হবে সামাজিক। সামাজিক ব্যবসায় ধারণার উদ্ভাবক ড. মুহম্মদ ইউনুস। তিনি এরূপ ব্যবসায়ের ৭টি মুলনীতি বা আদর্শের কথা বলেছেন। যা নিম্নরূপঃ

- এরূপ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হবে দারিদ্র দূরীকরণ বা সমাজের কোন সমস্যার উত্তরণ মুনাফার সর্বাধিকরণ নয়।
- এরূপ ব্যবসায় অবশ্যই আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে টিকে থাকার মত সামর্থ্য অর্জন করবে।
- বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ করা অর্থ ফেরত পাবে। কোন লভ্যাংশ পাবে না।
- শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ দেয়ার পর ব্যবসায়ের মুনাফা প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও উন্নয়নে ব্যয় হবে।
- এরূপ ব্যবসায় অবশ্যই সমাজ সচেতনতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। তা যেন সমাজের মানুষের সমস্যার কোন কারণ না হয়।
- এখানে কর্মরত প্রতিটা জনশক্তির জন্য উত্তম কর্মপরিবেশ ও বাজার অনুযায়ী নায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে হবে।
- বিনিয়োগকারী ও কর্মীসহ এর সংশি- ষ্ট সবাই যেন আনন্দের সাথে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসায়

জীবন ধারণের উদ্দেশ্য যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজে নিয়োজিত হয় তখন তাকে বৃত্তি বলে। অন্য দিকে যখন বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জ্ঞান বা দক্ষতাকে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে তাকে পেশা হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায় জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। বর্তমানকালেও বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই বৃত্তি বা পেশা হিসাবে ব্যবসায় গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কারণ জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে চাকরীর সুযোগ খুবই সীমিত। নিম্নের যৌক্তিকতা থেকে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসায়ের গুর"ত্ব অনুধাবন করা যায়-

১. সাধারণ মানুষ স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসায় শুর" করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।
২. ছোট বড় নানা ধরণের ব্যবসায়কে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে।
৩. চাকুরীতে উন্নতি লাভের সুযোগ সীমিত কিন্তু ব্যবসায়ে তা ব্যাপক। ফলে শ্রম দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

৪. একটি ব্যবসায়ের মাধ্যমে শুধু একজন ব্যক্তিরই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় না, বরং আরো অনেকের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এভাবে ব্যবসায়ের ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
৫. স্বাধীনচেতা মানুষের জন্য ব্যবসায় একটি পছন্দনীয় জীবিকা অর্জনের উপায় বা পেশা।
৬. অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের মধ্যে অনেক সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব।
৭. ব্যবসায় থেকে একজন যোগ্য ও সৎ ব্যবসায়ী শুধু নিজের কল্যাণ সাধন করেন না, তার দ্বারা ক্রেতা, ভোক্তা, সরকার, সমাজ কর্মচারী সবাই উপকৃত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

সাধারণ ব্যবসায় ও সামাজিক ব্যবসায়ের মধ্যে আপনার কাছে কি পার্থক্য ধরা পড়েছে তা উলে- খ কর"ন

সাধারন ব্যবসায়	সামাজিক ব্যবসায়
• •	

সারসংক্ষেপ

- যে ব্যবসায় সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে সামাজিক ব্যবসায় বলে।
- ব্যবসায় কারও জন্য শুধুমাত্র আয় উপার্জনেরই সুযোগ সৃষ্টি করেনা উক্ত কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজস্ব অবস্থানে অগ্রগতি অর্জন ও মান সম্মানের সাথে বেচেঁ থাকার নিশ্চয়তা লাভ করে। তাই প্রত্যেকের উচিত ছোট বড় যাই হোক না কেন কোন কাজ বা ব্যবসায়কে নিজের জীবনের ক্যারিয়ার হিসাবে গ্রহন করা এবং ঐ কাজে ভালো করার সর্বাধিক চেষ্টা চালানো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক ব্যবসায় ধারণার উদ্ভাবক কে ?
ক) ড. আকতার হামিদ খান খ) ড. হোসনে আরা বেগম
গ) স্যার ফজলে হাসান আবেদ ঘ) ড. মুহম্মদ ইউনুস

২। জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসায় নিচের কোন কারণে গুর"ত্বপূর্ণ ?
ক) ভবিষ্যতের সহায় খ) সামাজিক মর্যাদা লাভ
গ) উন্নতি লাভের গুর"ত্বপূর্ণ উপায় ঘ) মানব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন

৩। সামাজিক ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নিচের কোনটি ?
ক) দারিদ্র দূরীকরণ খ) সাহায্য বণ্টন
গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ঘ) মুনাফা সর্বাধিকীকরণ

৪। সামাজিক ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা নিচের কোন কাজে লাগে?
ক) লভ্যাংশ বন্টন খ) সর্বসাধারণের উপকারে
গ) গরীব মানুষের উন্নয়নে ঘ) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত "সততা গার্মেন্টস" একটি সোয়েটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উল এনে সোয়েটার তৈরী করে এবং শীতকালে বিক্রির জন্য গুদামজাতকরণ করে রাখে। ব্যবসায়িক নৈতিকতার কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠানটি অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবেশকে যথাসম্ভব দুষণমুক্ত রাখতে চেষ্টা করে। সম্প্রতি কারখানা সংলগ্ন এলাকায় তারা একটি মসজিদ স্থাপন করেছে।

ক) ব্যবসায় কি?

খ) প্রাথমিক শিল্প বলতে কি বুঝায়?

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্ট করছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) আপনি কি মনে করেন প্রতিষ্ঠানটি সমাজের প্রতি তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। যুক্তিসহ মন্তব্য করুন।

২। নুয়াস, নাবিদ ও বাবু তিন বন্ধু মিলে মিরশরাই বাজারে কম্পিউটার বিক্রয়ের একটি শো রুম দেন। বাংলাদেশের প্রথিত যশা কয়েকজনের ইতিহাস থেকে জানতে পারলেন যে, তারা একদিনে এতবড় হননি। তিল তিল করে তারা তাদের এক শিল্পের অর্থ দিয়ে আরেক শিল্প গড়ে তুলেছেন। নুয়াসরাও তাদের অনুসরণে ব্যবসায়টি চালাতে লাগলেন এবং দশ বছরের মাথায় বিদেশ থেকে কম্পিউটার পার্টস এনে এদেশে একটি সংযোজন কারখানা দিলেন এবং নিজস্ব ব্রান্ডে বাজারজাতকরণ করতে লাগলেন।

ক) রাস্তাঘাট, সেতু কোন শিল্পের আওতাভুক্ত?

খ) পুনঃরপ্তানী বাণিজ্য বলতে কি বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও।

গ) নুয়াসদের কর্মের ক্ষেত্রটি ব্যবসায়ের কোন শাখার আওতাভুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) নুয়াসদের মত উদ্যোক্তারা কিভাবে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে তা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। গ ৭। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। খ ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ ৬। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ ৪। খ ৫। খ ৬। ঘ ৭। গ ৮। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ